SBI

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা সহায়ক পুস্তিকা

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া হলো একটি ভারতীয় বহুজাতিক ব্যাংক ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের মাটিতে এসবিআই-এর উপস্থিতি ১৮৬২ সাল থেকে। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৫ সালে পুনঃরায় আমাদের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর বর্তমানে আমরা ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনায় ৩টি শাখা, ১ টি উপশাখা এবং ২টি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশকে সেবা প্রদান করছি। আমরা প্রযুক্তি ভিত্তিক নানাবিধ সেবা প্রদান করে থাকি। যেমনঃ

- সঞ্চয়ী, চলতি ও অন্যান্য হিসাব
- ঋণ বিতরণ (কর্পোরেট, সিএমএসএমই ও রিটেইল)
- এটিএম
- ইএমভি কমপ্লায়েন্ট ভিসা ডেবিট কার্ড
- বিদেশ ভ্রমণে প্রিপেইড কার্ড
- ইন্টারনেট ব্যাংকিং
- ট্রেড পোর্টাল
- ই-কমার্স
- YONO এসবিআই বাংলাদেশ (মোবাইল অ্যাপ)
- ক্লিয়ারিং অপারেশন এবং NPSB

আর্থিক পরিকল্পনা কী?

সাধারণভাবে একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ ও বিশেষ) এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব প্রস্তুতিকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। বিশেষ ব্যয় বলতে আমরা আকস্মিক পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়কেই বুঝি। যেমন: হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

আর্থিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

আয়ের সাথে সামঞ্জস্য করে ব্যয় করাই মূলতঃ আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আর্থিক পরিকল্পনায় বর্তমান আয় এবং সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে, ভবিষ্যতে ব্যয় কী হতে পারে, কোন কোন খাতে এ ব্যয় হতে পারে তা চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে সম্ভাব্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে হঠাৎ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা কীভাবে মেটানো হবে, সে বিষয়ের একটা রূপরেখা থাকে। তাই নিরাপদ ভবিষ্যত এবং আকস্মিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে প্রত্যেকের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বাজেট কী?

আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনাই হলো বাজেট। বাজেট হলো আয়ের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা।

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা কীভাবে করা যায়?

সঠিক বাজেট ব্যবস্থাপনা তথা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখার মাধ্যমে সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা করা যায়। সঠিক আর্থিক পরিকল্পনার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

- নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা
- কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা চিহ্নিত করাসহ আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্ন মেয়াদে ভাগ করা: যেমন: স্বল্প মেয়াদ (সর্বোচ্চ ০১ বছর), মধ্য মেয়াদ (০১ থেকে ০৫ বছর) এবং দীর্ঘ মেয়াদ (৫ বছরের অধিক)
- প্রতিটি প্রয়োজনের বিপরীতে সপ্তাহে / মাসে কত সঞ্চয় করতে হবে তা হিসাব করা
- মেয়াদ অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রত্যেক প্রয়োজনের বিপরীতে অর্থ সংস্থান করা
- নিয়মিত নিজের সঞ্চয়ের পর্যালোচনা করা এবং মাস শেষে সঞ্চয়ের হিসাব করা; আয়, বায় ও সঞ্চয় হিসাবের জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করা এবং অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করা

ব্যাংক কী?

ব্যাংক হলো এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ মানুষের সঞ্চয় এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে পুঁজি গড়ে তোলে এবং সেই পুঁজি ব্যবসায়ীদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এই দুই কর্মপ্রক্রিয়ায় ব্যাংক আমানত সরবরাহকারীকে সুদ প্রদান করে এবং ঋণ গ্রহণকারীর নিকট থেকে সুদ আদায় করে। মূলত উপরোক্ত দুটি কাজই ব্যাংকের মুখ্য কাজ।

ব্যাংকের প্রকারভেদ

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক দেখা যায়। কাজের ধরন, পরিচালনা পদ্ধতি ও নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম ব্যাংক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- বাণিজ্যিক ব্যাংক
- বিনিয়োগ ব্যাংক
- মার্চেন্ট ব্যাংক
- বিশেষায়িত ব্যাংক
- সমবায় ব্যাংক
- সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক
- কমিউনিটি উন্নয়ন ব্যাংক
- ইসলামী ব্যাংক

ব্যাংক হিসাব কী?

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

সবাই কি ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে?

হ্যাঁ, মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন। এছাড়া, সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কমবয়সী) শিক্ষার্থীরা এবং রেজিস্টার্ড এনজিও এর সহায়তায় কর্মজীবী শিশুরাও ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।

ব্যাংক হিসাব থাকার উপকারিতা কী?

- প্রথমত জমানো টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে
- যখন প্রয়োজন জমানো টাকা উত্তোলন করা যায়
- জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা / সুদ পাওয়া যায়
- যে কোনো পাওনা টাকা পরিশোধ করা যায়
- ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বা গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ/ আগাম গ্রহণ সহজ হয়
- অন্যান্য

ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়-

যে কোনো ব্যাংক হিসাব খুলতে সাধারণত নিম্নলিখিত দলিলাদি / কাগজপত্র প্রয়োজন হয়ঃ

- ব্যাংকের নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ
- আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি
- নমুনা স্বাক্ষর (আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করতে হবে); মনোনীত নমিনি/ উত্তরাধিকারী ব্যক্তির (নমিনি একাধিক হতে পারবেন) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; যা হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত হবে। নমিনির স্বাক্ষর
- আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
- আবেদনকারীর টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/যদি থাকে)
- আয়ের উৎস সম্পর্কিত প্রামাণিক দলিল
- অন্যান্য

কী কী ধরণের হিসাব খোলা যায়?

সাধারণত তিন ধরনের আমানত হিসাব খোলা যায়।

- চলতি আমানত (কারেন্ট ডিপোজিট) হিসাব
- সঞ্চয়ী আমানত (সেভিংস ডিপোজিট) হিসাব
- মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) হিসাব

এজেন্ট ব্যাংকিং কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে তারাই ব্যাংকের এজেন্ট। এসব এজেন্ট এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সাশ্রয়ীমূল্যে ব্যাংকিং সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। মূলতঃ এটাই এজেন্ট ব্যাংকিং।

ব্যাংক ঋণ কী?
যখন আয়ের থেকে বায় বেশি হয়, তখন বাড়তি বায় মেটানোর জন্য আত্মীয়/প্রতিবেশী থেকে শর্তসাপেক্ষে টাকা ধার করতে হয়, সেটাই সাধারণত ঋণ বলে পরিচিত। আর এই ঋণ যখন ব্যাংক হতে গ্রহণ করা হয় তখন সেটা হল ব্যাংক ঋণ।

স্কুল ব্যাংকিং কী?
বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং অনুমোদন করে।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব কারা খুলতে পারবে?
সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো শিক্ষার্থী ব্যাংকে গিয়ে মাত্র ১০০/- টাকা প্রাথমিক জমা প্রদান করে এবং অভিভাবকের সহায়তায় একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে। এ ধরণের ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য কোনো চার্জ/ফি আদায় করা হয় না এবং আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান করা হয়।

CMSME শব্দের অর্থ কী?
CMSME (সিএমএসএমই) পাঁচটি ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর। C হচ্ছে Cottage; M হচ্ছে Micro: S হচ্ছে Small; M হচ্ছে Medium এবং E তে Enterprise অর্থাৎ শিল্প, সেবা বা ব্যবসায়িক উদ্যোগকে বুঝায়। কাজেই CMSME হলো Cottage (কুটির), Micro (ক্ষুদ্র), Small (ছোট), Medium (মাঝারি) ও Enterprise (শিল্প) খাতে গৃহীত উদ্যোগ।

BACH কী?
BACH হচ্ছে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, যেখানে আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়।

BEFTN কী?
BEFTN অর্থ বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর গ্রাহক ইলেকট্রনিক উপায়ে নিজের ব্যাংক একাউন্ট হতে তাৎক্ষনিক ভাবে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা লেনদেন করতে পারেন।

বিনিয়োগ কী?
লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার/ লগ্নি করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমন- জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) করা, সঞ্চয়পত্র/ বন্ডে বিনিয়োগ করা, স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস একাউন্ট) হিসাব কী?
রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে হিসাব খোলা হয় সেটিই এমএফএস হিসাব। এ ধরণের হিসাবে গ্রাহকের টাকা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা থাকে। এই সেবার মাধ্যমে নিজের এমএফএস হিসাব এ নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, অর্থ প্রেরণ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, পণ্য-সেবার মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি করা যায়।

পেমেন্ট কার্ড কী?
পেমেন্ট কার্ড হচ্ছে একটি পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট যার মাধ্যমে উক্ত প্লাস্টিক কার্ডের মালিক পণ্য/সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন, ATM / POS ব্যবহার করে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তহবিল স্থানান্তর করতে পারেন। বর্তমানে বাজারে নিম্নলিখিত ৩ ধরনের পেমেন্ট কার্ড প্রচলিত রয়েছে: ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, এবং প্রিপেইড কার্ড।

ব্যাংকিং সেবা পেতে কোনো সমস্যা হলে বা অভিযোগ থাকলে করণীয় কী?
- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা সংশ্লিষ্ট অফিসার বা শাখা ব্যবস্থাপক এর নিকট মৌখিক টেলিযোগাযোগ অথবা লিখিত অভিযোগ করা।
- শাখায় অভিযোগের বিষয়টি নিষ্পত্তি না হলে ব্যাংকের অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিল।
- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সমস্যার সমাধান না হলে বা সমাধানে গ্রাহক সুবিচার না পেলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিল।